বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন ঃ ২০১২-২০১৩

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

(সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সড়ক ও জনপথ
অধিদপ্তরের ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত)

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন ঃ ২০১২-২০১৩

প্রথম খ-

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

(সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সড়ক ও জনপথ
অধিদপ্তরের ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত)

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

<u>সূচিপত্র</u>

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	মুখবন্ধ	--
২.	**প্রথম অধ্যায়**	১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	২
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৩
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৪
	অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতির কারণ	৪
	অডিটের সুপারিশ	৪
৩.	**দ্বিতীয় অধ্যায়** (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৫-১৬
৪.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	১৬
৫.	অনুচ্ছেদভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খন্ড

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ১৬টি প্রতিষ্ঠানের ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ১০টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগের মূখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

তারিখ ঃ ১৬ বৈশাখ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২৯ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
০১	পত্রিকা জাল করার মাধ্যমে পছন্দের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে উচ্চমূল্যে কাজ পাইয়ে দিয়ে এবং নিজেরা লাভবান হওয়ার প্রয়াসে দরপত্র আহ্বান ও কার্যাদেশ প্রদান।	৪,৬৬,২২,৮১৬
০২	ভুয়া পারফরমেন্স গ্যারান্টি গ্রহণপূর্বক চুক্তিপত্র সম্পাদন করায় ত্রুটিপূর্ণ ব্রীজ নির্মাণকারী এবং কার্য পরিত্যাগী ঠিকাদারের নিকট হতে আরোপিত জরিমানা আদায় না করায় ক্ষতি।	৩৬,১০,৪৫৭
০৩	চুক্তি অনুযায়ী কাজ না করা সত্ত্বেও পারফরমেন্স সিকিউরিটি নগদায়ন বা সমপরিমান অর্থ জরিমানা আরোপ করে তা আদায় না করায় সরকারের ক্ষতি।	২,৬৮,৫২,০১৯
০৪	ঠিকাদার কর্তৃক সম্পাদিত কাজের মূল্যের অতিরিক্ত ৯৩,২৪,৯০৬ টাকা এবং ত্রুটিপূর্ণ কাজের জন্য জরিমানা বাবদ ৩৯,৯৫,১৩৪ টাকা আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১,৩৩,২০,০৪০
০৫	নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাবদ বাজেয়াপ্ত না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৫৭,৩৩,৬৭৩
০৬	বিভিন্ন সংস্থা হতে প্রাধিকার বহির্ভূত মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্তৃক অনিয়মিতভাবে গাড়ী ব্যবহার।	১,৫৯,৫৫,৫৫৬
০৭	টোল ও ইজারা মূল্য আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১১,৪২,৭৬,২৭১
০৮	কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৩,৫৮,৩৮,৭২৮
০৯	চুক্তির শর্তানুযায়ী নির্ধারিত সময়ে কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে জরিমানা আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৫,৯২,০৩,০০৭
১০	বরাদ্দকৃত বাজেটের উদ্দেশ্য ব্যহত করে অসমাপ্ত সেতুর অবশিষ্ট নির্মাণ কাজ অন্য ঠিকাদারের মাধ্যমে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কাজের প্রাক্কলন প্রণয়ন ও অনুমোদন করায় সরকারের অতিরিক্ত ব্যয়।	১,০৩,৫২,০৯৬
	মোট =	**৩৩,১৭,৬৪,৬৬৩**

অডিট বিষয়ক তথ্য ঃ

নিরীৰার অর্থ বৎসর ঃ ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২

নিরীৰিত প্রতিষ্ঠান ঃ

১. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক সার্কেল, এলেনবাড়ী, ঢাকা।
৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক সার্কেল, মৌলভীবাজার।
৪. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক সার্কেল, ময়মনসিংহ।
৫. নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, শরীয়তপুর।
৬. নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, সিরাজগঞ্জ।
৭. নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, সিলেট।
৮. নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, নরসিংদী।
৯. নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, নেত্রকোনা।
১০. নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, রাজবাড়ী।
১১. নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, চুয়াডাঙ্গা।
১২. নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, গাইবান্ধা।
১৩. নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, মুন্সীগঞ্জ।
১৪. নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ।
১৫. নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, মাদারীপুর।
১৬. নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, খুলনা।

নিরীৰার প্রকৃতি ঃ আর্থিক নিরীক্ষা ও নিয়মানুসরণ (Compliance) নিরীক্ষা।

নিরীৰার সময় ঃ (১) ২০০৯-২০১১ অর্থ বছর **১৬-০৪-১১** হতে ০৭-**১১**-**২০১১** খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।

(২) ২০১০-২০১১ অর্থ বছর ২০-০৫-১২ হতে ২১-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।

(৩) ২০১১-২০১২ অর্থ বছর ২৪-০৪-১৩ হতে ১০-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।

নিরীৰা পদ্ধতি ঃ স্থানীয়ভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান ঃ **জনাব খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান, মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর।**

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- সরকারি আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত নির্দেশনা এড়িয়ে একই কাজকে খন্ড খন্ড অংশে বিভক্ত করতঃ অনুমোদন ক্ষমতা অধঃস্তন পর্যায়ে রাখার প্রবণতা।
- নিবিড় তদারকির অভাব।
- সরকারি বিধি বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।
- প্রকল্পের প্রত্যাশিত অগ্রগতি না হওয়া, প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি এবং প্রকল্পের কাজ শেষ না করেই প্রকল্প সমাপ্তকরণ।
- প্রাপ্যতার চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের প্রবণতা।
- বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের প্রবণতা।
- ইজারা/টোলের অর্থ যথাযথভাবে আদায় না করা।
- কোডাল ও আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ না করা।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস-২০০৮ এর প্রবিধান অনুসরণ না করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

অনিয়ম ও ৰতিসমূহের কারণ ঃ

- সরকারি ক্রয় নীতিমালা/২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।
- কোডাল ও আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- অর্থ আদায় এবং কর্তন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন না করা।
- সরকারি জমি যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা না করা।
- প্রাধিকার বহির্ভূত মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্তৃক অনিয়মিতভাবে গাড়ী ব্যবহার বন্ধে অনীহা।

নিরীৰা সুপারিশ ঃ

- অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আর্থিক বিধি-বিধানসমূহ পরিপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- যথাযথ, নির্ভুল ও প্রাসঙ্গিক তথ্যের আলোকে আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা প্রয়োজন।
- অডিট আপত্তি নিরসনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সময়ানুগ হস্তক্ষেপ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- আর্থিক বিধি-বিধান এবং প্রশাসনিক আদেশ কঠোরভাবে প্রতিপালন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষের তদারকি গতিশীল করা প্রয়োজন।
- সরকারি প্রাপ্ত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- ঠিকাদারী বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ ঃ ০১

শিরোনাম ঃ পত্রিকা জাল করার মাধ্যমে পছন্দের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে উচ্চমূল্যে কাজ পাইয়ে দিয়ে এবং নিজেরা লাভবান হওয়ার প্রয়াসে ৪,৬৬,২২,৮১৬ টাকা চুক্তি মূল্যের দরপত্র আহ্বান ও কার্যাদেশ প্রদান।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী সড়ক বিভাগ, শরিয়তপুর কার্যালয়ের ২০০৯-১০ অর্থ বছরের হিসাব ১৬-০৪-২০১১ খ্রিঃ হতে ১৮-০৪-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দরপত্র আহ্বান, দরপত্রের তুলনামূলক বিবরণী ও দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত পত্রিকার কাটিং সমূহ বিস্তারিতভাবে যাচাই করা হয়। এতে দেখা যায় যে, শরিয়তপুর সড়ক বিভাগের ০৮/২০০৯-১০, ০৯/২০০৯-১০, ১০/২০০৯-১০, ১১/২০০৯-১০, ১২/২০০৯-১০, ১৩/২০০৯-১০, ১৪/২০০৯-১০, ১৫/২০০৯-১০ ও ১৬/২০০৯-১০ নম্বর দরপত্রসমূহের বিজ্ঞপ্তি একটি জাতীয় বহুল প্রচারিত বাংলা, একটি ইংরেজী ও একটি স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির ফটোকপি তুলনামূলক বিবরণীতে সংযুক্ত করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবরে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ তাহা গ্রহণ করতঃ অনুমোদন প্রদানের পর নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। নিরীক্ষা দল কর্তৃক বর্ণিত তারিখসমূহের বর্ণিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহের মূল কপি যাচাই করে উল্লেখিত দরপত্রসমূহ প্রকাশের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। কেবলমাত্র স্থানীয় পত্রিকা অর্থাৎ দৈনিক রুদ্রবার্তা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তিগুলো প্রকাশিত হয়েছে। এতে স্পষ্ট হয় যে, নিজেরা লাভবান হওয়ার প্রয়াসে, পছন্দের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে উচ্চমূল্যে কাজ পাইয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না হওয়া সত্ত্বেও পত্রিকা জালিয়াতি করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ দেখিয়ে ৪,৬৬,২২,৮১৬ টাকা চুক্তিমূল্যের কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে [**পরিশিষ্ট-০১**]।
- পিপিআর-২০০৮ এর ৯০(২)(ক) ধারা মোতাবেক দরপত্র বিজ্ঞপ্তির বিজ্ঞাপন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বহুল প্রচারিত কমপক্ষে একটি বাংলা এবং একটি ইংরেজী সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে হবে। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ এর ৬৪(১) অনুযায়ী এই আইনের অধীন পন্য কার্য বা সেবা কর্মকান্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী এই আইন বা তদাধীন প্রণীত কোন বিধান লংঘন করে কোন পণ্য সেবা বা কার্য ক্রয় বা সংগ্রহ করবেন না বা চেষ্টা করবেন না। ৬৪(২) অনুযায়ী ক্রয়কারী, ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ ও চুক্তি বাস্তবায়নকালে উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যেন কোন দুর্নীতি, প্রতারণা, চক্রান্ত, জবরদস্তিমূলক বা অন্য কোন কর্মকান্ডে জড়িত না হন তার নিশ্চয়তা বিধান করার এবং ৬৪(৩) এ উল্লেখ আছে এই আইন প্রযোজ্য হয় এমন কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী উপধারা-১ এর বিধান লংঘন করে কোন কার্য করে থাকলে তিনি সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা এবং আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ধারা ৩ (বি) এবং ৩ (ডি) বা উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ আচরণ ও শৃংখলা সংক্রান্ত চাকুরী বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ বা দূর্নীতির জন্য দায়ী হবেন এবং উক্ত কারণে তার বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে।

অনিয়মের কারণ ঃ

- পত্রিকা জাল করার মাধ্যমে পছন্দের ঠিকাদারকে উচ্চদরে কাজ দেওয়া।

ফলাফল ঃ

- পিপিআর/২০০৮ এর বিধি লঙ্ঘন করে পছন্দের ঠিকাদারকে উচ্চদরে কাজ প্রদান করার মাধ্যমে সরকারের অর্থের ক্ষতি করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠান জবাব প্রদানে বিরত থাকেন।

নিরীৰা মন্তব্য ঃ

- পিপিআর-২০০৮ এর ৯০(২)ক এবং পিপিএ ২০০৬ এর ৬৪ (১) বিধান উপক্ষো করে দরপত্র প্রকাশের সুযোগ নেই। এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে মন্ত্রণালয় বরাবর ১৫-৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ ২৮-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারীপত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীৰার সুপারিশ ঃ

- পিপিআর বিধান উপেক্ষা করে পত্রিকা জালিয়াতির মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কার্যাদেশ প্রদানের জন্য জালিয়াতির সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহ ক্ষতি নিরূপন করতঃ ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ০২

শিরোনাম ঃ ভুয়া পারফরমেন্স গ্যারান্টি গ্রহণপূর্বক চুক্তিপত্র সম্পাদন করায় ত্রুটিপূর্ণ ব্রীজ নির্মাণকারী এবং কার্য পরিত্যাগী ঠিকাদারের নিকট হতে আরোপিত জরিমানা আদায় না করায় ৩৬,১০,৪৫৭ টাকা ৰতি।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, খুলনা কার্যালয়ের ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের হিসাব ১৬-১১-২০১০ খ্রিঃ হতে ২৮-১১-২০১০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে গল্লামারী-বাটিয়াঘাটা-দাকোপ সড়কের ৭ম কিলোমিটারে ২৫৬.৮৮ মিটার দৈর্ঘ্যের প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ সংক্রান্ত নথি এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়।

- এতে দেখা যায় যে, আলোচ্য কাজটি ৩,৬১,০৪,৫৬৭ টাকা দরপত্র মূল্যে মেসার্স এনামুল হক ঠিকাদারকে ২ বছর (২৪ মাস) সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করার শর্তে ০৩-০১-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ বি-৯৯/২৮ নম্বর কার্যাদেশ জারী করা হয়। কিন্তু ঠিকাদার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করতে ব্যর্থ হওয়ায় ২৫-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ ২১৪২ নম্বর পত্রের মাধ্যমে কার্যাদেশ বাতিল পূর্বক চুক্তি মূল্যের ১০% হারে ৩৬,১০,৪৫৭ টাকা জরিমানা আরোপ করা হয়। কিন্তু বর্ণিত ঠিকাদারের দাখিলকৃত পারফরমেন্স গ্যারান্টি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক ভুয়া হিসাবে প্রত্যায়ন করায় নিরীক্ষা চলাকালীন সময় অর্থাৎ ২৮-১১-২০১০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বর্ণিত জরিমানা আদায় না হওয়ায় সরকারের ৩৬,১০,৪৫৭ টকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে **[পরিশিষ্ট-০২]**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- ঠিকাদার কর্তৃক জমাকৃত পিজি যাচাই না করা।

ফলাফল ঃ

- ভুয়া পিজি গ্রহণের কারণে জরিমানা আদায় করা সম্ভব হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ঠিকাদারের নিকট হতে আরোপিত জরিমানা আদায়ের কার্যক্রম চলছে।

নিরীৰা মন্তব্য ঃ

- আরোপিত জরিমানার সমপরিমান অর্থ নিরাপত্তা জামানত হিসাবে রক্ষিত নেই। যার সিংহভাগই ঠিকাদারকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আলোচ্য ব্রীজের গার্ডার ডেবে যাওয়ায় জরিমানা আদায়ের বিষয়টি আবশ্যক হলেও ভুয়া পারফরমেন্স গ্যারান্টির কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না।

- এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে মন্ত্রণালয় বরাবর ১৭-৪-২০১১ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ, ১২-৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৮-৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীৰার সুপারিশ ঃ

- ঠিকাদারকে কালো তালিকাভুক্ত, ভুয়া পারফরমেন্স গ্যারান্টি দেওয়ায় মামলাসহ অন্য কোথাও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কার্যরত থাকলে সেখান থেকে অর্থ আদায় এবং পারফরমেন্স গ্যারান্টি দেওয়ার পর তা যাচাই না করার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আরোপিত জরিমানা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৩

শিরোনাম ঃ চুক্তি অনুযায়ী কাজ না করা সত্ত্বেও পারফরমেন্স সিকিউরিটি নগদায়ন বা সমপরিমান অর্থ জরিমানা আরোপ করে তা আদায় না করায় সরকারের ২,৬৮,৫২,০১৯ টাকা ৰতি।

বিবরণ ঃ

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, নেত্রকোনা ও রাজবাড়ী কার্যালয়ের ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের হিসাব ২৮-১০-২০১০খ্রিঃ হতে ১০-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট কাজগুলোর চুক্তিপত্র, দাখিলকৃত পারফরমেন্স সিকিউরিটি ও তৎসংশ্লিষ্ট নথিপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বিভিন্ন কারণে স্থানীয় অফিস কর্তৃক কার্যাদেশ বাতিল বা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কর্তৃক কাজগুলো অসমাপ্ত অবস্থায় ফেলে রেখে গেলেও চুক্তির শর্ত ও পিপিআর-২০০৮ এর প্রবিধানমালা অনুযায়ী পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ বাজেয়াপ্ত না করায় ২,৬৮,৫২,০১৯ টাকা ক্ষতি হয়েছে **[পরিশিষ্ট-০৩ (১-২)]**।
- চুক্তিপত্রের সেকশন-৩, জিসিসি ক্লজ নং-৭৮,৭৯,৬৮,৭১ এবং সেকশন-৪, জিসিসি-৬৮.১.৭৯.১ মোতাবেক কাজ না করার জন্য "জমাকৃত পারফরমেন্স সিকিউরিটি (চুক্তিমূল্যের ১০%) নগদায়ন করে অথবা প্রতিদিন বিলম্বের জন্য চুক্তিমূল্যের উপর ০.১% হতে সর্ব্বোচ্চ ১০% হারে জরিমানা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করার বিধান রয়েছে"।
- পিপিআর-২০০৮ এর প্রবিধানমালা ২৭(১) অনুযায়ী "কৃতকার্য দরপত্র দাতাকে তফসিল-২ এ বর্ণিত হার অনুসরণ করে দরপত্র উপাত্ত শীট এ নির্দিষ্টকৃত হারে কার্য সম্পাদন জামানত প্রদান করতে হবে"। ৩৯(২৭) অনুযায়ী "মূল চুক্তিতে প্রত্যাশিত বা সম্প্রসারিক সমাপ্তির তারিখ হতে প্রতিদিন বিলম্বের জন্য ঠিকার চুক্তিতে নির্ধারিত দৈনিক বা সাপ্তাহিক হারে বিলম্ব জনিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

অনিয়মের কারণ ঃ

- ঠিকাচুক্তির শর্ত উপেক্ষা করে জরিমানা আদায় না করা।

ফলাফল ঃ

- সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নথিপত্র যাচাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পত্র লেখা হয়েছে।

নিরীৰা মন্তব্য ঃ

- চুক্তি ও পিপিআর মোতাবেক ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় সরকারের ক্ষতি হয়েছে। কার্য সম্পাদনের পূর্বে পারফরমেন্স সিকিউরিটি ফেরত দেওয়ার কোন সুযোগ নাই।
- এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে মন্ত্রণালয় বরাবর ০৩-০৮-২০১১, ২৫-০৪-২০১১ এবং ০৭-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ, ২৯-১১-২০১১ ও ২৭-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৮-০৯-২০১১ ও ০২-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারিপত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীৰার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিতে জড়িত সমুদয় অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ০৪

শিরোনাম ঃ ঠিকাদার কর্তৃক সম্পাদিত কাজের মূল্যের অতিরিক্ত ৯৩,২৪,৯০৬ টাকা এবং ত্রবটিপূর্ণ কাজের জন্য জরিমানা বাবদ ৩৯,৯৫,১৩৪ টাকা সর্বমোট ১,৩৩,২০,০৪০ টাকা আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ৰতি।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, গাইবান্ধা কার্যালয়ের ২০০৯-২০১০ ও ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ১৬-০৬-২০১২ খ্রিঃ হতে ২১-০৬-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে বোনারপাড়া-জুম্মারবাড়ী-সোনাতলা সড়কের ১৮তম কিঃমিঃ এ বাঙ্গালী নদীর উপর ২ লেন বিশিষ্ট (৫ স্প্যান), ১৮৫ মিটার মেলানদহ সেতু নির্মাণ কাজের চুক্তিপত্র, বিল-ভাউচার, কর্যাদেশ ও সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- এতে দেখা যায় যে, উক্ত সেতু নির্মাণের জন্য ১০-০৪-২০০০ খ্রিঃ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হলেও ঠিকাদার কর্তৃক কাজ সমাপ্ত করা হয়নি। ০৮-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে **১১**তম চলতি বিল পর্যন্ত (যা চূড়ান্ত হিসাবে গন্য) ঠিকাদারকে মোট ২,৮৬,৯০,৯০৭ টাকা পরিশোধ করা হয়।
- নির্বাহী প্রকৌশলীর পত্র নং-১২৯২ তারিখঃ ১২-০৫-২০১১ খ্রিঃ হতে দেখা যায় যৌথ পরিমাপে ঠিকাদার কর্তৃক সম্পাদিত কাজের মূল্য দাড়ায় ১,৯৩,৬৬,০০১ টাকা। ফলে অযৌক্তিক পরিমাপ গ্রহণ করে ঠিকাদারকে কার্যমূল্যের অতিরিক্ত (২,৮৬,৯০,৯০৭-১,৯৩,৬৬,০০১) = ৯৩,২৪,৯০৬ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- এছাড়া উক্ত কাজে বর্ণিত ঠিকাদারকে নিম্নমানের গার্ডার নির্মাণ মূল্য ফেরত, উহা ভাঙ্গা ও অপসারণ বাবদ ৩৯,৯৫,১৩৪ টাকা জরিমানা ধার্য্য করা হলেও উক্ত টাকা আদায় করা হয়নি।
- এতে সরকারের মোট(৩৯,৯৫১৩৪+৯৩২৪৯০৬) =১,৩৩,২০,০৪০ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে **[পরিশিষ্ট-০৪]**।

অনিয়মের করণ ঃ

- ঠিকাদারের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন।

ফলাফল ঃ

- সরকারি অর্থের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- কর্তৃপক্ষের পরামর্শ মোতাবেক পরিমাপ গ্রহণ করতঃ অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ আদায়ের নিমিত্তে পত্র ও তাগিদ দেওয়া হয়েছে। ঠিকাদার আরবিটেশন করার আবেদন করেছেন
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ বিষয়ে কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক হলেও পত্র ও তাগিদ দেওয়া ছাড়া অন্য কোন পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়নি।
- নিম্নমানের কাজের মেজারমেন্ট গ্রহণ ও বিল পরিশোধ করা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ২৪-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম হিসেবে ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ১৪-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৭-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারী করা হয় কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ঠিকাদার কর্তৃক সম্পাদিত কার্যমূল্যের অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ দায়ী ব্যক্তিদের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।
- প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- নিম্নমানের কাজ রেকর্ড এর সহিত যুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৫

শিরোনাম ঃ নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাবদ ৫৭,৩৩,৬৭৩ টাকা বাজেয়াপ্ত না করায় সরকারের রাজস্ব ৰতি।

বিবরণ ঃ

- তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক সার্কেল, ময়মনসিংহ কার্যালয়ের ২০০৯-২০১১ আর্থিক সালের হিসাব ২৫-০৫-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে বিল, ভাউচার, প্রাক্কলন, কার্যাদেশসহ আনুষাঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালাচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগের অধীন ময়মনসিংহ বাইপাস সড়কের ১ম, ২য় ও ৩য় (অংশ) কিলোমিটারে ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ কাজটি চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদন না করা সত্ত্বেও পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাবদ ৫৭,৩৩,৬৭৩ টাকা বাজেয়াপ্ত না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে **[পরিশিষ্ট-০৫]**।
- উল্লেখ্য যে, বর্ণিত কাজের প্রাক্কলিত মূল্য ৭,৭৬,০৩,১১১ টাকা এর বিপরীতে ৩২.৫০% নিম্নদরে ৫,৭৩,৩৬,৭৩৫ টাকা চুক্তি মূল্যে ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে এবং কাজের ঝুঁকি এড়ানোর জন্য পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ২৭(২) মোতাবেক ২৫% পারফরমেন্স সিকিউরিটি গ্রহন করতে পারতো যা করা হয়নি। ফলে এখন ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে জরিমানা আদায়ের সুযোগ নষ্ট হয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ

- কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদার হতে পিপিআর -২০০৮ বিধি ৩৯(২৭) মোতাবেক জরিমানা আদায়যোগ্য হলেও তা করা হয়নি।
- দীর্ঘ সময় পরও কাজের অগ্রগতি মাত্র ৩০% হওয়া সত্ত্বেও চুক্তি বাতিল পূর্বক কার্যসম্পাদন জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয়নি।

ফলাফল ঃ

- চুক্তি অনুযায়ী কাজ করে নাই ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

স্থানীয় অফিসের জবাব ঃ

- কাজটি বাতিল ও পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্তের বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক তবে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের চুক্তি বাতিল ও পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত না করার ফলে জরিমানা ও পিজির অর্থ নগদায়ন না হওয়ায় রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

- এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ৩০-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম হিসেবে ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ০৩-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র পেরণ করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৫-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। ২৯-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব আসলেও তাতে কোন মন্তব্য প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- পারফরমেন্স সিকিউরিটির অর্থ বাতিল করতঃ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ০৬

শিরোনাম ঃ বিভিন্ন সংস্থা হতে প্রাধিকার বহির্ভূত মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্তৃক অনিয়মিতভাবে গাড়ী ব্যবহার। জড়িত ১,৫৯,৫৫,৫৫৬ টাকা।

বিবরণ ঃ সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ২৬-০৮-২০১২ খ্রিঃ হতে ০২-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে এমটিবিএফ কৃতি নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষায় গাড়ী ব্যবহারের লগবহি এবং যে প্রতিষ্ঠান হতে গাড়ী সরবরাহ নেওয়া হয়েছে তার কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়।

- এতে দেখা যায়, সচিবালয়/মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নির্ধারিত গাড়ী থাকা সত্ত্বেও ভিন্ন অফিস হতে ৩০ টি গাড়ী নিয়ে ব্যবহারের ক্ষেত্রে নীতিমালা অনুসৃত হয়নি।
- এভাবে অনিয়মিতভাবে গাড়ী ব্যবহার করার ফলে সওজ হতে জ্বালানী ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ২০১০-২০১১ অর্থ সনে ১,৫৭,৬৬,৩৯১ টাকা সরকারের অপচয় হয়েছে **[পরিশিষ্ট-০৬]**।
- গাড়ী চালকদের বেতন ভাতার বাহিরে অধিকাল ভাতা বাবদ ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের ১,৮৯,১৬৫ টাকা ব্যয় হয়েছে।
- সরকার কর্তৃক যে উদ্দেশ্যে বাজেট প্রদান করা হয়েছে কেবলমাত্র সেই উদ্দেশ্যে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা যাবে।

অনিয়মের কারণ ঃ

- জি এফ আর বিধি- ১০ অনুযায়ী নিজের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যেরূপ সতর্কতা ও মিতব্যয়িতা অবলম্বন করা হয় স্বেরূপ সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও সতর্কতা ও মিতব্যয়িতা অবলম্বন করতে হবে। কোন ক্রমেই যেন প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা না হয় সেদিকে ব্যয়ন কর্মকর্তা সতর্ক নজর রাখবেন। এক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় ঘটেছে।

ফলাফলঃ

- সরকারী সম্পদের অপব্যবহার এবং অর্থের অপচয় করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন সময়ে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো, লক্ষ্যমাত্রা ইত্যাদি বিষয়ে ৪টি অডিট আপত্তি উত্থাপন করা হয়।
- বর্ণিত অনুচ্ছেদ এর বিষয়ে কোন কাগজপত্রাদি চাওয়া হয়নি এবং কোন কাগজপত্রও এ কার্যালয়ে নেই।

নিরীৰা মন্তব্য ঃ

- প্রাধিকার বহির্ভূতভাবে গাড়ী ব্যবহারের কোন সুযোগ নেই।
- অনিয়মিতভাবে গাড়ী ব্যবহার করায় এবং জ্বালানী ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ অর্থ ব্যয়ের কোন সুযোগ নেই।
- কর্মকর্তাগণের নির্ধারিত গাড়ী থাকার পরেও ভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে গাড়ী সংগ্রহ করে ব্যবহারের কোন সুযোগ নেই।
- এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে মন্ত্রণালয় বরাবর ২১-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ, ০৫-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪-৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারিপত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাব গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় এ অধিদপ্তরের মন্তব্য মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

নিরীৰার সুপারিশ ঃ

- গাড়ী ব্যবহারের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।
- ভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে অনিয়মিতভাবে নেওয়া গাড়ীসমূহ ফেরত প্রদান করা আবশ্যক।
- অনিয়মিতভাবে ব্যয়িত অর্থ গাড়ী ব্যবহারকারীদের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৭

শিরোনাম ঃ টোল ও ইজারা মূল্য আদায় না করায় সরকারের ১১,৪২,৭৬,২৭১ টাকা আর্থিক ৰতি।

বিবরণ ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক সার্কেল, এলেনবাড়ী, ঢাকা ও নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ের ২০১১-১২ অর্থ বৎসরের হিসাব ২৮-৪-২০১৩ হতে ০৭-৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে টোল ও ইজারা সংক্রান্ত চুক্তিপত্র, নথি ও আদায় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়।

- পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এলেনবাড়ী, ঢাকা সার্কেলের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভাগীয় অফিস সমূহের অধীন বিভিন্ন ব্রীজের টোল সময় মত আদায় না করায় টোল বাবদ ৯,২০,২১,৫৭৪ টাকার সরকারি রাজস্ব অনাদায়ী রয়েছে **[পরিশিষ্ট-০৭(১)]**।
- অনুরূপভাবে শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ স্মরণী সড়কের পার্শ্বে মহাখালী মৌজার সি,এস ১১৭ ও ১২৭ এ ইজারাকৃত ৩৩ একর ভূমির বিপরীতে ইজারা প্রদান সংক্রান্ত নথি নং-৭৫-১১৭/জি হতে দেখা যায় ইজারাদারের নিকট হতে ইজারার টাকা জরিমানাসহ আদায় না করায় ১,৩৫,১৩,৬৬০ টাকা অনাদায়ী রয়েছে **[পরিশিষ্ট-০৭(২)]**।
- নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগ কর্তৃক সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের গত ২২-৮-২০০৪ খ্রিঃ তারিখের প্রজ্ঞাপন এর নির্দেশ লংঘন করে সিএনজি ফিলিং স্টেশন/পেট্রোল পাম্প এর প্রবেশ পথ/অন্যান্য কাজে ইজারাকৃত জমির মূল্য দীর্ঘদিন যাবত আদায়/নবায়ন না করায় সরকারের ৮৭,৪১,০৩৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে **[পরিশিষ্ট-০৭(৩)]**। মন্ত্রণালয়ের উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের (৫) ধারায় সিএনজির জন্য বরাদ্দকৃত জমির বিঘা প্রতি মাসিক ইজারা মূল্য নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের জন্য বিঘাপ্রতি ১০,০০০/- টাকা মূল্য ধার্য করা হলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে তা প্রতিপালিত হয়নি।
- ফলে ২(দুই) টি কার্যালয়ের টোল ও ইজারা মূল্য আদায় না করায় সরকারের (৯,২০,২১,৫৭৪+ ১,৩৫,১৩,৬৬০+ ৮৭,৪১,০৩৭)= ১১,৪২,৭৬,২৭১ টাকা ক্ষতি হয়েছে **[পরিশিষ্ট- ০৭(১-৩)]**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- সিপিডব্লিউ এ কোডের ১৭৭ (এ) অনুযায়ী বিভাগীয় কর্মকর্তা রাজস্ব ধার্য, আদায় ও তা হিসাবভূক্তির জন্য দায়ী। এক্ষেত্রে ঠিকাদারের কার্যাদেশ বাতিল করা হলেও জরিমানা আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

ফলাফল ঃ

- সরকারি পাওনা আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- টোল ও ইজারা মূল্য আদায়ের জন্য বার বার তাগাদা দেওয়া হয়েছে। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানিস্যুট মামলা হয়েছে। আদায়পূর্বক জানানো হবে।
- মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী পরিশিষ্ট ৭(৩) এর ক্রমিক নং-১,২,৩ ও ৪ এর সিএনজি ষ্টেশন/পেট্রোল পাম্পের অবস্থান যাত্রাবাড়ী থানা ও ক্রমিক নং-৫,৬,৭,৮,৯ ও ১১ এর স্টেশনগুলোর অবস্থান ডেমরা থানার অন্তর্গত অর্থাৎ ঢাকা মহানগরীর বাহিরে হওয়ায় ইজারা মাসুল বিঘাপ্রতি ৩,০০০/- টাকা হিসাবে আদায় করা হচ্ছে।

নিরীৰা মন্তব্য ঃ

- পরিশিষ্টে ৭(৩) এর ষ্টেশনসমূহ ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনভূক্ত বিধায় বর্ধিত হারে আদায়যোগ্য।
- এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ২৬-৮-২০১৩ হতে ২০-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ১১-১১-২০১৩ খ্রিঃ হতে ২২-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে তাগিদ পত্র দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৬-২-২০১৪ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীৰার সুপারিশ ঃ

- অনাদায়ী টোল/ইজারা মূল্য নির্ধারিত হারে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক এবং বকেয়া অর্থ যথাসময়ে আদায় না করায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৮

শিরোনাম ঃ কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত না করায় সরকারের ৩,৫৮,৩৮,৭২৮ টাকা ৰতি।

বিবরণ ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ) সড়ক বিভাগ, সিলেট কার্যালয়ের ২০১১-১২ অর্থ বৎসরের হিসাব ২৪-৪-২০১৩ খ্রিঃ হতে ৩০-৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে কাজের নথি, অগ্রগতির প্রতিবেদন ও অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়।

- পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সিলেট সড়ক বিভাগের আওতায় সিলেট শহরের সুরমা নদীর উপর কীন (Keen) ব্রীজ সন্নিকটবর্তী কাজীর বাজার নামক স্থানে ৩৬৬ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মানের জন্য ঠিকাদার মেসার্স আব্দুল মোনেম লিঃ এর সাথে ৩৫,৮৩,৮৭,২৮০ টাকা চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী ব্রীজটির কাজ ৫-০২-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে আরম্ভ হয়ে ১৮-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সমাপ্ত হওয়ার কথা।
- কিন্তু ঠিকাদার কর্তৃক ৫৯.৪৯% ভৌত অগ্রগতি সম্পন্ন করা হয়েছে এবং উক্ত ঠিকাদারকে ২১,২৮,৫২,২৬৩ টাকা পরিশোধের পর কাজটি ঠিকাদার অসমাপ্ত অবস্থায় ফেলে রাখায় পরবর্তীতে অসমাপ্ত কাজ সম্পাদনের জন্য মেসার্স পিটিএল জেআই (জেভি) এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। কিন্তু মেসার্স আব্দুল মোনেম কর্তৃক ব্রীজ নির্মাণে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাবদ সংরক্ষিত ৩,৫৮,৩৮,৭২৮ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়নি **[পরিশিষ্ট-০৮]**।

অনিয়মের কারন ঃ

- স্ট্যান্ডার্ড টেন্ডার ডকুমেন্টস এর জিসিসি ক্লজ ৬৪.৩ অনুযায়ী ঠিকাদার কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হলে তার কার্য সম্পাদন জামানত বাজেয়াপ্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় হয়েছে।

ফলাফল ঃ

- পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত করতঃ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের ৩,৫৮,৩৮,৭২৮ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- জমি অধিগ্রহণের জটিলতা দীর্ঘ সময়ে নিষ্পন্ন না হওয়ায় ঠিকাচুক্তি বাতিল করতঃ পুনঃ ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে।

নিরীৰা মন্তব্য ঃ

- জবাব যথাযথ নয়। জমি অধিগ্রহণের জটিলতা যদি থেকেই থাকে তাহলে ঠিকাদার কর্তৃক কিভাবে ৫৯.৪৯% কার্য সম্পাদন করা হয়েছে এবং বিল পরিশোধ করা হয়েছে। তদুপরি কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাবদ গচ্ছিত টাকা ঠিকাচুক্তি বাতিলের সাথে সাথেই বাজেয়াপ্ত করে সরকারের রাজস্ব হিসাবে জমা করা হয়নি।
- এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ১৮-০৯-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ১০-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে তাগিদ পত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৬-০২-২০১৪ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীৰার সুপারিশ ঃ

- কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের কার্যাদেশ বাতিল পূর্বক পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত করে সরকারি কোষাগারে জমা না দেওয়ার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক এবং দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে পারফরমেন্স সিকিউরিটির টাকা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ০৯

শিরোনাম ঃ চুক্তির শর্তানুযায়ী নির্ধারিত সময়ে কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে জরিমানা আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ৰতি ৫,৯২,০৩,০০৭ টাকা।

বিবরণ ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, নরসিংদী কার্যালয়ের ২০০৯-২০১০ অর্থ বছর, নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, মুন্সিগঞ্জ ২০১০-২০১১ অর্থ বছর এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক সার্কেল, মৌলভীবাজার ও নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, সিরাজগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা ও মাদারীপুর কার্যালয়ের ২০১১-২০১২ অর্থবছরের হিসাব যথাক্রমে ২৮-১০-২০১০ খ্রিঃ হতে ০৪-১১-২০১০ খ্রিঃ, ২০-০৫-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৭-০৫-২০১২ খ্রিঃ এবং ২৮-০৪-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১০-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন কাজের বরাদ্দকৃত বাজেট, অর্থ ব্যয়ের রেকর্ডপত্র, চুক্তিপত্র, কার্যাদেশ, বিল-ভাউচার, অনুমোদিত প্রাক্কলন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজ পত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- ২০০৯-২০১২ অর্থবছরে বিভিন্ন কার্যালয় কর্তৃক চুক্তির শর্তানুযায়ী নির্ধারিত সময়ে কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে জরিমানা আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি **৫,৯২,০৩,০০৭** টাকা **[পরিশিষ্ট-০৯(১-৬)]**।
- নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, নরসিংদী কার্যালয় কর্তৃক একদরিয়া-পোড়াদিয়া-আগরপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের ১৬ তম কি.মি.তে আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর ২৬০.৫৯ মিটার প্রি-স্ট্রেসড গার্ডার সেতু নির্মানের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান দি-নিমিতি লিমিটেড এর সাথে ১০,৮৯,২৯,৯৬০ টাকায় চুক্তি সম্পাদন করা হয়। ঠিকাদার কর্তৃক সেতুর একপ্রান্তের এপ্রোচ সড়কের কাজ অসমাপ্ত থাকা সত্ত্বেও ৩য় আইপিসি'র মাধ্যমে ৯,৭৭,৩৭,৪৬১ টাকা পরিশোধ করা হয়। পরবর্তীতে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন ব্যতিরেকেই অসমাপ্ত কাজের পূণরায় প্রাক্কলন প্রস্তুত করে মেসার্স শামীম কন্সট্রাকশনকে কার্যাদেশ প্রদান পূর্বক ১,৫৬,১১,৬৮৮ টাকা পরিশোধ করা হয়। এতে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান দি-নিমিতি লিমিটেড কর্তৃক অসমাপ্ত কাজের আর্থিক মূল্য (১০,৮৯,২৯,৯৬০-৯,৭৭,৩৭,৪৬১)= ১,১১,৯২,৫০২ টাকার স্থলে পরবর্তী ঠিকাদারকে অতিরিক্ত (১,৫৬,১১,৬৮৮-১,১১,৯২,৫০২)= ৪৪,১৯,১৮৬ টাকা পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। যা মেসার্স দিনিমিতি লিমিটেড এর নিকট হতে আদায়যোগ্য **[পরিশিষ্ট -০৯(১)]**।
- নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, মুন্সিগঞ্জ কার্যালয় কর্তৃক ফতুল্লা- মুন্সিগঞ্জ-লৌহজং-মাওয়া সড়কের ১৮ তম কি.মি.তে টংগীবাড়ি খালের উপর ৭৪.৪৫ মিটার আরসিসি গার্ডার সেতু নির্মানের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান পারিশা ট্রেড সিস্টেম লিমিটেড এর সাথে ২,৬০,১১,০৬৬ টাকায় চুক্তি সম্পাদন করা হয়। উক্ত কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন না করা সত্ত্বেও ঠিকাদারকে ১,১৭,৩৯,৭৫১ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়। পরবর্তীতে অসমাপ্ত কাজের পূণরায় প্রাক্কলন প্রস্তুত করে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স এম.এ জহির'কে ২,৮৯,৯৪,৯১৩ টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। জিসিসি-৭১.২(এ) ও ৭১.৩ ধারা মোতাবেক ঠিকাদার কর্তৃক চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করায় পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাবদ ২৬,০১,১০৬ টাকা বাজেয়াপ্ত না করে নামমাত্র ৫,০০,০০০ টাকা জরিমানা আদায় করায় সরকারের (২৬,০১,১০৬-৫,০০,০০০)= ২১,০১,১০৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে **[পরিশিষ্ট-০৯(২)]**।
- তত্ত্বাবধায়ক নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক সার্কেল, মৌলভীবাজার কর্তৃক চুক্তির জিসিসি- ৬৮.১ ও ৭৮.১ (বি) এবং অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট জোন, সিলেট কার্যালয়ের স্মারক নং- এস জেড/পিএমপি/১৮২/২৪৯২, তারিখঃ ১০-১২-২০১২ খ্রিঃ মোতাবেক কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে ৯৯,৩৩,৭৬৫ টাকা জরিমানা আদায় করে চুক্তি বাতিল করার কথা থাকলেও উক্ত জরিমানার টাকা আদায় করা হয়নি **[পরিশিষ্ট-৯(৩)]**।
- এছাড়া, নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, সিরাজগঞ্জ অফিসের আওতায় পরিশিষ্টে বর্ণিত দু'টি সড়ক নির্মাণ কাজ দীর্ঘ একবছর কাল পরিত্যক্ত থাকায় জিসিসি-৭৩.১ এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৩৯(২৭) অনুযায়ী কার্যাদেশ বাতিলসহ অসমাপ্ত কাজের ক্ষতিপূরণ (জরিমানা) বাবদ ২,৬০,৮৮,৪৫৩ টাকা আদায়যোগ্য **[পরিশিষ্ট-৯(৪)]**।
- নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, চুয়াডাঙ্গা অফিসের আওতায় পরিশিষ্টে বর্ণিত কাজের জিসিসি-৭৬.২ অনুযায়ী ১,০৪,৫৬,৩২২ টাকা আদায়যোগ্য **[পরিশিষ্ট-৯(৫)]**।
- নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, মাদারীপুর অফিসের আওতায় পরিশিষ্টে বর্ণিত কাজ ঠিকাদার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে সম্পাদনে ব্যর্থ হওয়ায় জিসিসি-৯৬.১ অনুযায়ী অবশিষ্ট কাজের উপর ২০% হারে জরিমানা বাবদ ৬২,০৪,১৭৬ টাকা আদায়যোগ্য হলেও তা আদায় করা হয়নি **[পরিশিষ্ট-৯(৬)]**।
- ফলে, উপরোক্ত৬ (ছয়) টি কার্যালয়ের সর্বমোট (৪৪,১৯,১৮৬ +২১,০১,১০৬+ ৯৯,৩৩,৭৬৫ + ১,০৪,৫৬,৩২২ + ২,৬০,৮৮,৪৫৩ + ৬২,০৪,১৭৬) = ৫,৯২,০৩,০০৭ টাকা আদায়যোগ্য ।

অনিয়মের কারণ ঃ চুক্তির শর্ত উপেক্ষা করে ঠিকাদারের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করা হয়েছে।

ফলাফল ঃ জরিমানা আরোপ ও আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, নরসিংদী- আপত্তির বিষয়টি পর্যালোচনা পূর্বক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ,মুন্সিগঞ্জ- প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের নির্দেশ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যাদেশ প্রাপ্ত কাজটি ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা টিইও-১, তারিখঃ ১৯-০৩-২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে কর্তন করে জরিমানা বাবদ রাজস্ব খাতে জমা করা হয়েছে।
- তত্ত্বাবধায়ক নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক সার্কেল, মৌলভীবাজার এবং নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, সিরাজগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা ও মাদারীপুর- জরিমানা (ক্ষতিপূরণ) এর টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আদায়ের পর জানানো হবে।

নিরীৰা মন্তব্য ঃ

- জরিমানা বাবদ অর্থ অনাদায়ী থাকায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, নরসিংদী; নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, মুন্সিগঞ্জ এবং তত্ত্বাবধায়ক নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক সার্কেল, মৌলভীবাজার ও নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, সিরাজগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা ও মাদারীপুর কার্যালয়ের অনিয়মসমূহের উল্লেখ করে মন্ত্রণালয় বরাবর যথাক্রমে ০৭-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু ১৭-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৯-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারীপত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীৰার সুপারিশ ঃ

- সকল অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন পূর্বক জড়িত সরকারী ক্ষতির অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০।

শিরোনাম ঃ **বরাদ্দকৃত বাজেটের উদ্দেশ্য ব্যহত করে অসমাপ্ত সেতুর অবশিষ্ট নির্মাণ কাজ অন্য ঠিকাদারের মাধ্যমে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কাজের প্রাক্কলন প্রণয়ন ও অনুমোদন করায় সরকারের ১,০৩,৫২,০৯৬ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়।**

বিবরণ ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, মুন্সীগঞ্জ কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরের অসমাপ্ত সেতু নির্মাণ প্রকল্পের হিসাব ২০-০৫-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৭-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।

- নিরীক্ষাকালে এমটিবিএফ পদ্ধতিতে বরাদ্দকৃত বাজেট, অর্থ ব্যয়ের রেকর্ডপত্র, অসমাপ্ত সেতুর নির্মাণ প্রকল্পের চুক্তিপত্র, বিল ভাউচার, অনুমোদিত প্রাক্কলন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- এতে দেখা যায় যে, ফতুল্লা-মুন্সিগঞ্জ-লৌহজং-মাওয়া সড়কের ১৮তম কিলোমিটার এ টংগীবাড়ী বাইপাস সড়কের টংগীবাড়ী খালের উপর ৭৪.৪৫ (৩×২৪.৪০) মিটার দৈর্ঘ্যের আরসিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ কাজের জন্য ঠিকাদার মেসার্স পারিশা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড এর সহিত চুক্তি পত্র নং- ১০/০৭/২০০৯-২০১০ সম্পাদিত হয়।
- ঠিকাদার কর্তৃক ৪৫% কাজ করার পর আর কাজ না করায় অবশিষ্ট কাজ নির্মাণ এর জন্য ঠিকাদার মেসার্স এম এ জহির এর সহিত টেন্ডার/চুক্তি নং এমআরডি-০৬/২০১১-২০১২ (লট নং-১) সম্পাদিত হয়।
- উক্ত চুক্তির অনুমোদিত প্রাক্কলন পর্যালোচনায় দেখা যায় অসমাপ্ত সেতুর অবশিষ্ট নির্মাণ কাজে বিভিন্ন আইটেমের অতিরিক্ত কাজের পরিমাণ দেখিয়ে প্রাক্কলন প্রস্তুত ও অনুমোদন করা হয়েছে। ফলে সরকারের ১,০৩,৫২,০৯৬ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে **[পরিশিষ্ট-১০]**।

অনিয়মের **কারণ** ঃ

- জি এফ আর বিধি-১০ অনুযায়ী নিজের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যেরূপ সতর্কতা ও মিতব্যয়িতা অবলম্বন করা হয় সেরূপ সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও সতর্কতা ও মিতব্যয়িতা অবলম্বন করতে হবে। কোন ক্রমেই যেন প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা না হয় সেদিকে ব্যয়ন কর্মকর্তা সতর্ক নজর রাখবেন। এক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় ঘটেছে।

ফলাফল ঃ

- আর্থিক ক্ষতি সংঘটিত হয়েছে।

অডিটি প্র**তিষ্ঠানের জবাব** ঃ

- বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে এ্যাপ্রোচ সড়কের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং নতুন রেইট সিডিউল অনুযায়ী প্রাক্কলন প্রস্তুত করার কারণে সামান্য ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। উক্ত পরিমাণ এবং মূল্য সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

নিরীক্ষা **মন্তব্য** ঃ

- জবাবে অনিয়মটি স্বীকৃত হয়েছে। অসমাপ্ত কাজের প্রক্কলনে বিভিন্ন আইটেমের অতিরিক্ত পরিমাণ দেখানোর ফলে বর্ণিত ক্ষতি হয়েছে।
- এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে মন্ত্রণালয় বরাবর ০২-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ, ১৮-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৭-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থতার জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে ৫,০০,০০০ টাকা জরিমানা করে কার্যাদেশ বাতিল করা হয়। অবশিষ্ট কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে কার্য সম্পাদন করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশিষ্ট কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি দেখিয়ে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় অধিদপ্তরের মন্তব্য মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নিরীক্ষার **সুপারিশ** ঃ

- অসমাপ্ত সেতুর অবশিষ্ট কাজ পরবর্তীতে প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত দেখিয়ে অনুমোদন করার কথা। কিন্তু তার চেয়ে বেশি কাজ করা দেখিয়ে বিল পরিশোধের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

তারিখ ঃ তারিখঃ ২৮ চৈত্র, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ বঙ্গাব্দ
১১ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ খ্রিস্টাব্দ

(খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।